খুলনা সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ প্রশাসনিক শাখা

নং-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.১৪.০০৭.২২-১৮৭ তারিখ-১৬/০৭/২০২৫খ্রিঃ

বিষয় ঃ সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র ৯ম সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের 'শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে' বিভাগীয় কমিশনার খুলনা ও কেসিসির মাননীয় প্রশাসক জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিম্নোক্ত আলোচ্যসূচিসহ সিটি লেভেল কো অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচি :

১। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক খুলনা সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা খাতের বিশেষ বরাদ্দ হতে ৮.০০ কোটি (আট কোটি) টাকা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২। বিবিধ।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৬/০৭/২০২৫

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৪৭-৭২০৪৭৬

....

....

ও সদস্য

সিটি লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি
(CLCC),কেসিসি।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। Ms. Naoko ANZAI, the Chief Advisor of C4C-2, JICA, Bangladesh.
৪। সি.এ টু প্রশাসক, কেসিসি (মাননীয় প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

D:\c-My Documents\Secratary\Sarok-Sec.doc

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ৯ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান : শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ : ১৭/০৭/২০২৫ খ্রিঃ, বৃহস্পতিবার, দুপুর ২-৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতি : সংযুক্ত পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা" খাতে বিশেষ বরাদ্দ হতে ৮.০০ কোটি (আট কোটি) টাকা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভা আহবান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনায় উক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ করা হবে। এ পর্যায়ে কেসিসি মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ-কে কোরআন তেলাওয়াতের অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন। অতঃপর তাঁরই নির্দেশনায় সভায় উপস্থিত সকলের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক খুলনা সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা খাতের বিশেষ বরাদ্দ হতে ৮.০০ কোটি (আট কোটি) টাকা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গত ১৩ জুলাই '২৫ তারিখে চিঠি এসেছে। উক্ত চিঠিতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা খাতে ১৫(পনের) কোটি টাকা 'বিশেষ বরাদ্দ' দেয়া হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে। তা থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ সুনির্দিষ্ট কম্পোনেন্টে যেমন-স্কুল মেরামত, ঈদগাহ মাঠ সংস্কার, পার্ক ও বাজার উন্নয়ন/রাস্তা-ফুটপথ-ড্রেন নির্মাণ/সংস্কার, যাত্রী ছাউনি স্থাপন, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এর লক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে এই ১৫০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে এবং এ টাকা থেকে "সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা" খাতে ৮(আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ কাজ করার জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ গত ২৭ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখ স্বাক্ষরিত পত্রে অবগত করা হয়েছে। এই টাকার নির্দিষ্ট কম্পোনেন্টে আগেই টেন্ডার হয়ে গেছে। কলেজিয়েট স্কুলের উন্নয়ন কাজে ১৫(পনের) কোটি টাকার মধ্যে ৯(নয়) কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। অপর দিকে মাননীয় উপদেষ্টার নির্দেশনায় গত ২২ মে '২৫ তারিখে 'সাধারণ বরাদ্দ' উপ-খাত হতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তিনি আরো জানান টেন্ডার এখনো করা হয়নি। এই ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকার মধ্যে অল্প কিছু টাকা টেন্ডার করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের মতামত প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

চলমান

আলোচনা
সভাপতি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ১৫(পনের) কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে এবং তা থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই টাকা বরাদ্দ দেয়ার আগেই খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের উন্নয়ন কাজে ০৯(নয়) কোটি এবং অন্যান্য কাজের জন্য বাকি ০৬ (ছয়) কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গেছে। বিধায় এখাতে খুলনা প্রেসক্লাবের কাজ করা যাচ্ছে না। তাই উপস্থিত সকলেই যদি একমত হন এবং আইনী জটিলতা না থাকলে 'সাধারণ বরাদ্দ' উপ-খাত হতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা থেকে অর্থনৈতিক কোডগুলো ঠিক রেখে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ এর টেন্ডার আহবান করা যেতে পারে। তবে ৮(আট) কোটি টাকায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে না বিধায় উক্ত প্রেসক্লাবটি নির্মাণ সম্পন্ন করতে আরো টাকা বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের অভিমত ব্যক্ত করেন।   **উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি**, খুলনা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে সাধারণ বরাদ্দ খাতে ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা থেকে ব্যয় করায় অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে সিএলসিসি'র দায়বদ্ধতা আছে কি-না তা ভেবে দেখা দরকার। সাধারণ বরাদ্দ খাতে জলবায়ু অভিঘাত তথা পরিবেশ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিবেচনায় অনুমোদিত অর্থ অবমুক্তি/মঞ্জুরি প্রদান করেছে। মন্ত্রণালয় ইচ্ছা করলে এক খাতের টাকা অন্য খাতে দিতে পারে। তাই ১১.৮৮৯৮ কোটি টাকা হতে প্রেসক্লাব নির্মাণ ব্যয় বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার জন্য প্রেরণ করা উচিত। তাতে ভবিষ্যতে কোন পক্ষ ঝামেলা করতে পারবে না। প্রয়োজনে তাদের অর্থ Contribution করে তিনি জাপানি স্টাইলে আধুনিক খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।   **জনাব শরীফ আসিফ রহমান, সচিব,** কেসিসি বলেন, বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ আছে। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করার জন্য সিএলসিসি'র সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ করা যায়। তাতে এ বিষয়ে দায় থাকবে না।   **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী**, কেসিসি বলেন, যুগ্ম সচিবের সাথে তার কথা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ 'বিশেষ বরাদ্দ' থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়ে গেছে বিধায় তিনি সিএলসিসি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সাধারণ বরাদ্দ থেকে উক্ত কাজ করার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।   **এ্যাড. মাসুম বিল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিয়াম**, খুলনা বলেন, মন্ত্রণালয়ে যে পত্র লেখা হবে তাতে অর্থ কোডগুলো এ্যালাইন করার সাথে খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে আরো অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে যে বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার মতব্যক্ত করেন।   **জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার**, কেসিসি বলেন, অর্থনৈতিক কোড একই রেখে একই স্মারকে প্রতিস্থাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ করলে তেমন সমস্যা হবে না।   **জনাব রফিউল ইসলাম টুটুল, সদস্য-সচিব, খুলনা প্রেসক্লাব** বলেন, খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদ হতে ১(এক) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ৮(আট) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগামী ৫০ বছরের পরিকল্পনা মাফিক নতুন করে আইকোনিকভাবে খুলনা প্রেসক্লাব তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। ভবনের দুইটা বেজমেন্ট করতে এই টাকা ব্যয় হয়ে যাবে। বর্তমানে ভবন ভাড়া করে প্রেসক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিধায় এর কিছু অংশ বাদ রেখে ভবন ভেঙ্গে ফেলা হবে।   **জনাব এনামুল হক, আহবায়ক, খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা** বলেন, প্রেসক্লাব নির্মাণের ক্ষেত্রে কোথায়, কিভাবে, কেমন কক্ষ তৈরি করতে হবে এবং এর কোথায়/কিভাবে কি কি সন্নিবেশ করতে হবে তার ডিজাইন করে অফিসিয়ালি তা অনুমোদন করতে হবে।

চলমান

আলোচনা

জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি, প্রেসক্লাব নির্মাণের জন্য এর প্লান/ডিজাইন নিয়ে প্রেসক্লাবের সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিকবার বৈঠক করতে হবে এবং কোথায়, কি স্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ মোতাবেক প্লান অনুমোদন করাতে হবে। প্রেসক্লাব ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্তে তিনি নিম্নোক্ত একটি লিয়াজোঁ কমিটি/কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে দেয়ার প্রস্তাব করেন ঃ

কমিটি ঃ

কেসিসি'র পক্ষ থেকে -
(ক) জনাব আবির উল জব্বার, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কেসিসি।
(খ) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), কেসিসি।
(গ) জনাব রেজবিনা খানম, আর্কিটেক্ট, কেসিসি।

খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে -
(ঘ) জনাব রফিউল ইসলাম টুটুল, সদস্য সচিব, খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা।
(ঙ) আহবায়ক/সদস্য-সচিব খুলনা প্রেসক্লাব কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।

জনাব মোল্লা মারুফ রশীদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কেসিসি বলেন, খুলনা প্রেসক্লাব মানুষের নিকট এক অনুভূতির জায়গা, সেখানে মানুষ গণদাবি নিয়ে আসে। প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রচুর অনুষ্ঠান হয় এবং সামনের রাস্তাটি ছোট। ভবনে দুইটা বেজমেন্ট হওয়ার ফলে ট্রাফিক জ্যাম হবে না। প্রেসক্লাবের পুরাতন ভবনটি হেরিটেজ টাইপের, নতুন ভবনেও যেন এই হেরিটেজের লুকটা থাকে।

জনাব এস, এম, জাহিদ সরওয়ার, আর্কিটেক্ট, টুটপাড়া, খুলনা বলেন, প্রেসক্লাব ভবন নির্মাণের বিষয়ে কেসিসি'র চীফ প্লানিং অফিসারের সাথে কথা হয়েছিল। জার্মান শহরের বিল্ডিংগুলো দেখতে পুরাতন কিন্তু তা নতুন বিল্ডিং। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রেসক্লাব ভবনটি এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে নতুন ভবনের যেন কোন একদিকে তাকালে পুরাতন ভবনের লুক পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আর্কিটেক্ট এর সাথে কথা হয়েছে।

জনাব এনামুল হক, আহবায়ক, খুলনা প্রেসক্লাব বলেন, ৪ ও ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ খুলনায় যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরবর্তী সময় প্রেসক্লাবের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ব্যাপক সহযোগিতায় জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রেস ক্লাবের ভিতর ভঙ্গুর অবস্থায় থাকলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এটা গণমানুষের প্রতিষ্ঠান ও মুক্ত চিন্তার জায়গা। তাই তিনি সবসময় কেসিসি'র সহায়তা কামনা করেন।

জনাব চৌধুরী শফিকুল ইসলাম হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী, খুলনা জুলাই আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলেন, আন্দোলনের সময় দলীয়/কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালনে খুলনা প্রেসক্লাব সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। প্রেসক্লাব থাকবে দলীয় প্রভাবমুক্ত এবং এর ভবন হতে হবে আইকোনিক/আনকমন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটা অন্যতম ভবন হতে হবে। প্রেসক্লাব নির্মাণে লিয়াজোঁ কমিটি/কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে রাজনৈতিক, সামাজিক বা বিভিন্ন সংস্থার ব্যক্তিদেরকেও রাখা উচিত।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ (১) ‘বিশেষ বরাদ্দ’ খাতে বরাদ্দকৃত ১৫(পনের) কোটি টাকা হতে নির্দিষ্ট কম্পোনেন্টে আগেই টেন্ডার হয়ে গেছে বিধায় খুলনা প্রেসক্লাবে ৮(আট) কোটি টাকা অনুদানের বিষয়টি পরবর্তী মাসিক সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(২) ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ৮ (আট) কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে বিধায় কেসিসি'র অনুকূলে ১০(দশ) কোটি টাকা ‘বিশেষ বরাদ্দ’ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
(৩) ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণে পুরাতন ভবনের লুক রেখে এবং কোথায়, কি স্থাপন করতে হবে তার প্লান/ডিজাইন নিয়ে প্রেসক্লাব সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(৪) ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা প্রেসক্লাব নির্মাণ ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত লিয়াজোঁ/কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ **কমিটি ঃ** **কেসিসি'র পক্ষ থেকে -** (ক) জনাব আবির উল জব্বার, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কেসিসি। (খ) জনাব শেখ মোহাম্মাদ মাসুদ করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), কেসিসি। (গ) জনাব রেজবিনা খানম, আর্কিটেক্ট, কেসিসি। **খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে -** (ঘ)জনাব রফিউল ইসলাম টুটুল, সদস্য সচিব, খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা। (ঙ)আহবায়ক/সদস্য-সচিব, খুলনা প্রেসক্লাব কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-০১ :	**জনাব কোহিনুর জাহান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,** কেসিসি বলেন, ডিসি অফিসে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ সবাই একটি প্রস্তাব এনেছিল এই মুহূর্তে খুলনা শহরে জলাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে বিধায় জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। এ কারণে ওয়াসার খনন কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু তা সম্ভব নয় বিধায় বর্ষা মৌসুমে রাস্তার খনন কাজ আপাতত বন্ধ করলে নগরবাসীর উপকার হয়। তাছাড়া খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কেসিসি'র পূর্ত বিভাগের কাজ শুরু করার আগে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ডিসি সাহেব অনুরোধ জানিয়েছেন। **সভাপতি** বলেন, ডিসি অফিসের সভা থেকে যে প্রস্তাব এসেছে তার আলোকে কেসিসি'র পূর্ত কাজ শুরু করার আগে এলাকার গণ্যমান্য কয়েকজন লোককে ডেকে বা তাদের জানিয়ে কাজ শুরু করার মতব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নগরবাসীর উপকারার্থে খুলনা শহরে চলমান ওয়াসার খনন কাজ দ্রুত সম্পন্ন অথবা বর্ষা মৌসুমে কাজ স্থগিত রাখার জন্য কেসিসি থেকে পত্র প্রদান এবং কেসিসি'র পূর্ত কাজ শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য লোকজনকে অবগত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, কেসিসি
বিবিধ-০২ :	**জনাব আশীষ দে, সাবেক প্রেসিডেন্ট, রোটারী ক্লাব অব ভৈরব খুলনা ও সমাজকর্মী,** খুলনা বলেন, খুলনা কলেজিয়েট স্কুলের ভিতরে অভিভাবকদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। গেটের উভয় পাশে দাঁড়ানোর জায়গাগুলোতে অবৈধভাবে দোকান বসানোর কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, অভিভাবকরা দোকানের সামনে দাঁড়ালে দোকানীরা রীতিমতো দুর্ব্যবহার করে এবং রাস্তাটি জ্যাম হয়ে যায়। তাই অভিভাবকদের দাঁড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **সভাপতি** বলেন, খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের গেটের উভয় পাশে অবৈধ দোকানগুলোর বিষয়ে কেসিসি'র সচিব ও প্রধান প্রকৌশলী সরেজমিনে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের গেটের উভয় পাশে অবৈধ দোকানগুলোর বিষয়ে কেসিসির সচিব ও প্রধান প্রকৌশলী সরেজমিনে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, কেসিসি

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৩	জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী সভাপতি সাহেবের উপস্থিতিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে CLCC সভার অনুমোদনের মাধ্যমে ৮৭.৫১ কোটি টাকার ২২টি স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে ৫০.৬৬ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা সিআরজি ৪ ও ৫ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের চলমান কাজের মধ্যে প্যাকেজনং- Package no: LGCRRP/KHULNA/2022-23/W-14 Construction of Chitrali Khalishpur Kitchen Market (1^{st} Floor) Ges Package no: LGCRRP/ KHULNA/ 2024-25/W-18 Upgrading of Bastohara Intersection to City Biypass Road up to Ramjan's Bridge (Ch+0+00+1+460km) কাজ দুইটি বাস্তবতার আলোকে কিছু অঙ্গ সংশোধন করে Revise করার প্রয়োজনীয় তার কথা সভায় উপস্থাপন করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সভায় কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের মধ্যে প্যাকেজ নং- Package no: LGCRRP/ KHULNA/2022-23/W-14 Construction of Chitrali Khalishpur Kitchen Market (1st Floor) Ges Package no: LGCRRP/KHULNA/ 2024-25/W-18 Upgrading of Bastohara Intersection to City Biypass Road up to Ramjan's Bridge (Ch+0+00+1+460km) কাজ দুইটি বাস্তবতার আলোকে কিছু অঙ্গ সংশোধন করে Revise করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ, কেসিসি

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪	জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, চলমান ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে এডিপি থেকে বরাদ্দের আওতায় প্রতি বছরের ন্যায় কেসিসি'র অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের চলমান কাজের ধারাবাহিকতার আলোকে এডিপি'র অর্থ দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বছরের প্রথমেই শুরু করা হয়ে থাকে। টেন্ডার প্রক্রিয়া করতে করতে ১ম কোয়াটারের অর্থ ছাড় পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে কয়েকটি কাজ জরুরী হয়ে পড়ায় কাজগুলির জন্য টেন্ডার আহবানের প্রয়োজনীয়তার কথা সভার সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দাপ্তরিক কাজ অব্যহত রাখাসহ জনসাধারণের দাবীর আলোকে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি থেকে বরাদ্দের আওতায় নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ	পূর্ত বিভাগ কেসিসি

ক্রমিক নং	কাজেরনাম	ওয়ার্ড নং	টাকার পরিমান (লক্ষটাকায়)
১.	পশ্চিম টুটপাড়া প্রাইমারী স্কুল রোডে (জানাজাচত্বর) ড্রেনের উপর আরসিসি স্লাব নির্মাণ	২৮	১১.৫০
২.	বয়রা হাউজিং এষ্টেট ডি-ব্লকের ৫নং রোড উন্নয়ন	৯	৪৬.৬০
৩.	ক্ষেত্রখালি পশ্চিম খালপাড় রোড বাইলেন (এনতাজ ড্রাইভার গলি) উন্নয়ন	৩১	২০.০০
৪.	হাজী মালেক ইসলামিয়া কলেজের অভ্যন্তরীণ ড্রেননির্মাণ	৩১	৮.৭৫
৫.	খালিশপুর ১৭২নং রোড উন্নয়ন	১০	২৯.৯২
৬.	ইসরাইল হোসেন রোড (খানকা রোড) উন্নয়ন	১৪	১০.০০
৭.	বয়রা মহিলা কলেজ বাউন্ডারী রোড বাইলেন (ম্যাজিস্ট্রেট গলি) উন্নয়ন	১৪	২০.৪০
৮.	মুজগুন্নি আ/এ ১৫নং রোড উন্নয়ন	১৪	৩৩.৯৯
৯.	গ্রামীণ আ/এ শাহ ভিলেজ (শেষাংশ) ড্রেনসহ উন্নয়ন	১৪	৩০.৩০
১০.	মুজগুন্নী আ/এ আনছার উদ্দিন রোড (আংশিক) উন্নয়ন	১৪	১৫.৯৫
১১.	আয়ুব আলী রোড বাইলেন (মুন্সীগলি) উন্নয়ন	৫	১৭.২০
১২.	বসুপাড়া কবরখানার উত্তর পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৫	১৯.৫০
১৩.	৩১নং ওয়ার্ড অফিস মেরামত	৩১	২.৪৯
১৪.	আহসান উল্লাহ কলেজের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত	২০	৭.০৭
১৫.	মুজগুন্নী আ/এ আনছার উদ্দিন রোড (২য় লেন) উন্নয়ন	১৪	২১.৩৫
১৬.	খালিশপুর ২৭৭নং রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন	১০	৩৫.২৪
১৭.	খালিশপুর ২৭৭/১ নং রোডবাইলেন ড্রেনসহ উন্নয়ন	১০	১৭.৪১
১৮.	মজিদ স্মরণী বাইলেন (মুহাম্মদ নগর মহিলা কামিল মাদ্রাসা গলি) মেরামত	১৭	৩১.৬৮
১৯.	হাফিজ নগর ইউসেপ স্কুল রোড ২য় লেন উন্নয়ন	১৭	২৬.৬৩
২০.	আনছার উদ্দিন রোড বাইলেন (ড. এ বি সিদ্দিক রোড)	১৪	২৬.৩৫
২১.	গোয়ালখালী মেইন রোডবাইলেন (গজে খা স্মিল রোড) উন্নয়ন	৯	৩৫.৪৮
২২.	১ থেকে ১৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত	১-১৫	৫০.৫০
২৩.	১৬ থেকে ৩১নং ওয়ার্ডে ও বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত	১৬-৩১	৭২.৪৭
২৪.	শেরেবাংলা মেইন রোডব াইলেন (মঈন জমাদ্দার গলি) উন্নয়ন	২৪	২৬.০০
২৫.	৬নং ওয়ার্ডের সবুজসংঘ খেলার মাঠ উন্নয়ন	৬	
২৬.	২নং ওয়ার্ডের মীরেরডাঙ্গা (মীরবাড়ী) জামে মসজিদের উন্নয়ন	২	
২৭.	খালিশপুর হাউজিং এষ্টেট ওয়েষ্ট ব্লক এর ১১৩নং রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন		
২৮.	শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৫	
২৯.	মহেশ্বরপাশা মুন্সিপাড়া দারুচ্ছলাম জামে মসজিদের উন্নয়ন	১	
৩০.	টাউন জামে মসজিদের উন্নয়ন		
৩১.	Supply of LED Lamp & Spare.	-	৯৯.৬১
৩২.	Supply of Electric Goods & Spare.	-	৪৬.২৮
৩৩.	Supply of Photostate Machines Toners & Spares	-	২৩.৫৮
৩৪.	Supply of Computer Spare & Toner.	-	২৬.৫৯
৩৫.	Supply of Desktop Computer, Printer, Laptop & Projector.	-	৩২.৭৮

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/৭/২০২৫

মোঃ ফিরোজ সরকার
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯. ০৬.০০৮.২৪-৬৭৬

তারিখ- ২৭/০৭ /২০২৫ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৮। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র সদস্য (সকল)।
৯। Ms. Naoko ANZAI, the Chief Advisor of C4C-2, JICA, Bangldesh.
১০। আই টি ম্যানেজার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১১। সি এ টু প্রশাসক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১২। সি এ টু প্রণিক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
১৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা